

# 💵 বুলুগুল মারাম

হাদিস নাম্বারঃ ১৩১৭

পর্ব - ১১ ঃ জিহাদ (كتاب الجهاد)

পরিচ্ছেদঃ ২. দৌড় প্রতিযোগিতা এবং তীর নিক্ষেপণ - প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তৃতীয় ঘোড়া প্রবেশ করানোর শর্ত প্রসঙ্গ

### আরবী

وَعَنْهُ, عَنِ النَّبِيِّ \_ صلى الله عليه وسلم \_ قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ \_ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ \_ فَلَا بَأْسَ بِهِ, وَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ ضَعَيفٌ

ضعيف. رواه أحمد (2/ 505)، وأبو داود (2579)، وابن ماجه (2876) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به. وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري كما هو معروف، وأغلب ظني أن هذا من كلام ابن المسيب، فقد رواه مالك في «الموطأ» (2/ 468 / 46) عن يحيى بن سعيد؛ أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء. فلعل هذا هو أصل الحديث. والله أعلم. ثم رأيت أبا حاتم قال في «العلل» (2/ 252 / رقم 2249): «هذا خطأ. لم يعمل سفيان بن حسين بشيء، لا يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله. وقد رواه يحيى بن سعيد، عن سعيد قوله

#### বাংলা

১৩১৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি পিছিয়ে যাওয়ার আশংকা নিয়ে কোন ঘোড়াকে দুটো ঘোড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় এরূপ ক্ষেত্রে কোন দোষ নেই। কিন্তু এরূপ আশংকা না থাকার অবস্থায় ঢুকানো জুয়ার শামিল হবে।[1]



## **English**

Abu Hurairah (RAA) narrated that The Messenger of Allah (ﷺ) said: "If anyone introduces a horse in a race with two other horses, when he is not certain that it cannot be beaten, there is no harm in it, but when he is certain (it cannot be beaten) it is then considered as gambling." Related by Ahmad and Abu Dawud with a weak chain of narrators.

### ফুটনোট

[1] বুখারী ৫৫৭০, মুসলিম ১৯৭১, তিরমিয়ী ১৫১১, নাসায়ী ৪৪৩১, ৪৪৩২, ৪৪৩৩, আবূ দাউদ ২৮১১, ইবনু মাজাহ ৩১৫৯, আহমাদ ২৩৭২৮, ২৫২২৩, মালেক ১০৪৭, দারেমী ১৯৫৯। শাইখ আলবানী যঈফ ইবনু মাজাহ ৫৭২, যঈফুল জামে ৫৩৭১, ইরওয়াউল গালীল ১৫০৯ গ্রন্থত্রয়ে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু তাইমিয়্রাহ আল মুসতাদরাক আলাল মাজমু ৪/৪২ গ্রন্থে বলেন, এটি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী নয়, বরং সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব এর বাণী। বিশ্বস্ত রাবীগণ এরূপই বলেছেন। সুফইয়ান বিন হুসাইন আল ওয়াসিত্বী মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী। ইবনুল কাইয়্রিম তাঁর আল ফুরুসিয়্রাহ গ্রন্থেও ২১২ বলেন, এটি বিশুদ্ধ নয়।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন 🛘 বর্ণনাকারীঃ আবু হুরায়রা (রাঃ)

🧕 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন